শেষ

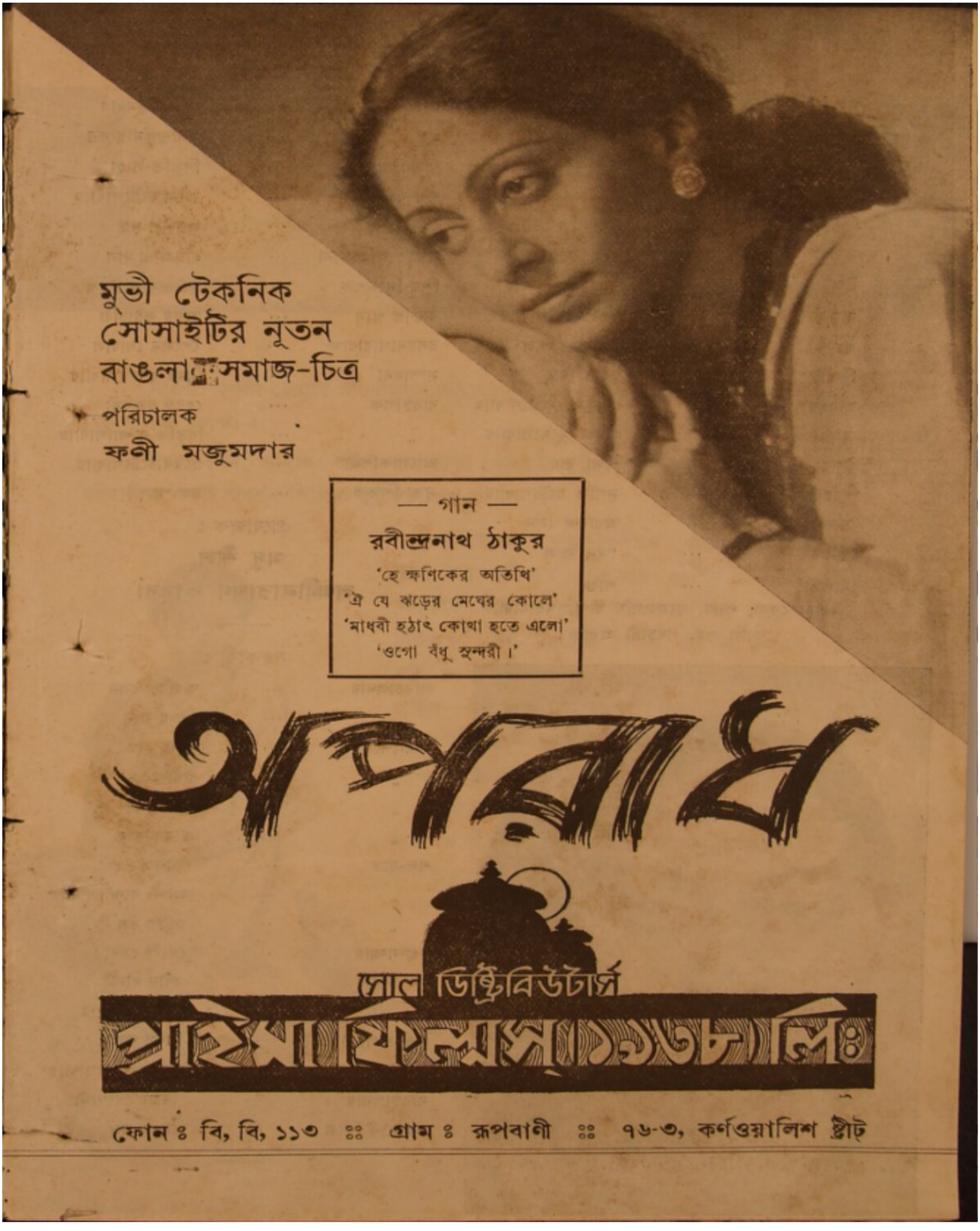

মুভী টেকনিক
সোসাইটির নূতন
বাঙলা সমাজ-চিত্র

পরিচালক
ফণী মজুমদার

— গান —
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
'হে ক্ষণিকের অতিথি'
'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে'
'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এলো'
'ওগো বঁধু সুন্দরী।'

অপরাধ

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

ফোন ঃ বি, বি, ১১৩ ঃঃ গ্রাম ঃ রূপবাণী ঃঃ ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

মাধবী	...	মণিকা দেশাই	পরিচালক	...	ফণী মজুমদার
জ্যোতিষ	...	ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গল্প	...	মনীন্দ্রকুমার দত্ত
ডাক্তার	...	ইন্দু মুখোপাধ্যায়	চিত্র-শিল্পী	...	বিভূতি লাহা
অরুণ	...	ধ্রুব চক্রবর্ত্তী	শব্দ-যন্ত্রী	...	রবীন চট্টোপাধ্যায়
বিবাহবিশারদ	...	শঙ্করলাল ভট্টাচার্য্য	"	...	জগদীশ বসু
করুণা	...	রেবা দেবী	সঙ্গীত-পরিচালনা	...	হরিপ্রসন্ন দাস
ঊষা	...	মায়া বসু	শিল্প-নির্দ্দেশক	...	ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাড়ুরী	...	সত্য মুখোপাধ্যায়	অন্যান্য গান	...	অজয় ভট্টাচার্য্য
গড়েণ	...	সুকুমার পাল	রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	শৈলেন ঘোষাল
কিরীট	...	সুধীর মিত্র	সম্পাদনা	...	বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিহর	...	গোকুল মুখোপাধ্যায়	ব্যবস্থাপক	...	হেরম্ব চক্রবর্ত্তী
ব্রজবল্লভ	...	প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়	"	...	বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
টগর	...	শীলা রায়	আলোকশিল্পী	...	সুরেন চট্টোপাধ্যায়
পুরোহিত	...	নৃপতি চট্টোপাধ্যায়	নৃত্য-শিক্ষক	...	ব্রজ পাল
ব্রজরঙ্গ	...	অরবিন্দ সেন			
করিম	...	চমন লাল			
মালতী	...	শান্তা			

এবং বেলা, পান্না, রাজলক্ষ্মী, বীণা, মহামায়া,
কালি গুহ, পথচারী প্রভৃতি।

প্রযোজক :

মধু শীল

লক্ষ্মীনারায়ণ কাব্‌রা

সহকারী :

পরিচালনায়	...	অরবিন্দ সেন
"	...	বিজয় সেন
চিত্র-শিল্পে	...	বিনয় রায়
"	...	সুধীর বসু
"	...	সন্তোষ চন্দ ও
"	...	তারক দাস
শব্দ-যন্ত্রে	...	শচীন চক্রবর্ত্তী
"	...	অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়
"	...	সুস্থির দত্ত
দৃশ্য-সজ্জায়	...	গোপী সেন
সম্পাদনায়	...	রবীন দাস
"	...	রবীন মজুমদার
সঙ্গীত-পরিচালনায়	...	বিমল দত্ত
"	...	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায়	...	বিজয় গোস্বামী
আলোক-শিল্পে	...	হেমন্ত বসু

মাধবী, হুগলী জেলায় ভগবানপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাহার জন্ম। তাহার আসল নাম অলকা।

বয়স যখন তাহার পনের পার হইয়া ষোলতে পড়িয়াছে—সেই সময় তাহার বিবাহ হইয়াছিল একটি সুদর্শন শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে।

নারীকণ্ঠের কলকাকলীতে বাসর গৃহ মুখরিত। ফুলে সব ফুলময়। অলকার মধুরাত। এমন সময় অলকার ভাইকে সঙ্গে করিয়া পুলিশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সেই মুহূর্ত্তেই সৌম্য সুদর্শন যুবকের স্নিগ্ধ দৃষ্টি মধুর হাসি লুপ্ত হইয়া গেল। অলকা দেখিতে পাইল—সে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে—ক্রুর হাস্য, চক্ষুতে দেখা দিয়াছে—সর্প-দৃষ্টি। আতঙ্কে অলকা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া গেল।

ফুলের মত নিষ্পাপ কোমলা বালিকা কখন মনেও আনিতে পারে নাই যে এভাবে তাহার সর্ব্বনাশ কেহ করিতে পারে। যে যুবককে সে তাহার নব-উন্মেষিত যৌবন সমর্পণ করিতে গিয়াছিল—সে ব্রাহ্মণ সন্তান নহে—কায়স্থ। নাম ও জাত ভাঁড়াইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে।

দোষ করিয়া নর-পিশাচ গেল—জেলের ঘানি টানিতে। আর দোষ না করিয়াও সরলা অসহায়া অলকা সমাজের ঘানিচক্রে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। সমাজ ফতোয়া জারী করিল—এই হঠকারিণী শূদ্র-গ্রহীতা কন্যাকে গৃহে স্থান দিলে সমাজ গৃহবাসীদের স্থান দিবে না।

অলকা দেখিল শুধু দুইটি মাত্র পথ তাহার সম্মুখে। প্রথম—আত্মহত্যা করা—কিন্তু তাহা পাপ; দ্বিতীয়—পলায়ন করা।

অলকা পলায়ন করিল। দেশ স্বজন সমাজ রক্ষা করিয়া গেল। ছোট বোন চঞ্চলারও বিবাহ বন্ধ হইবার ভয় আর রহিল না।

লোকে জানিল—অলকা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

অলকা পলাইয়া আসিল কলিকাতায়। সহায়-সম্পদহীনা কিশোরী, যৌবন যাহার শত্রু, তাহার পক্ষে জীবন যুদ্ধে লড়াই করা কত কঠিন। তবু অলকা লড়াই করিতে লাগিল। মনে করিল—বুঝি বা জয়ীও হইল।

নার্সের কাজ শিখিল—চাকরীও পাইল। কিন্তু দেখিল আত্মনির্ভরশীল হইয়াও বাংলাদেশে সে তিষ্ঠিতে পারিবে না। পরিচিতদের উৎপীড়ন, গঞ্জনা টিটকারী হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে বিদেশে সরিয়া যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।

অলকা পুনরায় পলায়ন করিল……। দেশ ছাড়িয়া বিদেশে, বাংলার বাহিরে। হাজারীবাগ জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলে অভ্রকের খনির দেশে।

নিজের ইতিহাস সকলের নিকট গোপন রাখিয়া এক দাতব্য হাসপাতালে নার্সের চাকুরী গ্রহণ করিল। ভাবিল—এখন হইতে তাহার পুর্নজন্ম। এবার সে জীবনের বাকি কয়টা দিন শান্তিতে কাটাইতে পারিবে। এবার সে পারিবে দুর্ব্বিসহ প্রাক্তন দিনগুলিকে দুঃস্বপ্নের মত ভুলিয়া যাইতে।

পূর্ব্বের সব কিছুর সঙ্গে সে নিজের নামটাকেও স্বদেশে বিসর্জ্জন দিয়া আসিল। অলকা—নাম বদলাইয়া হইল মাধবী।

মাধবীর ইহাই পূর্ব্ব ইতিহাস।

মথুরা মোহন দে। জাতে কায়স্থ। শুধু মাধবীর জীবনেই দুষ্টগ্রহ রূপে উদয় হয় নাই। নানা ছদ্ম নামে ব্রাহ্মণ বৈদ্য আদি সর্ব্বশ্রেণীতে বিবাহ করিয়া বেড়ানই ছিল তাহার ব্যবসা। মাধবীর ন্যায় আরো বারোটি বালিকার সে এইভাবে সর্ব্বনাশ করিয়াছে। দেশের কাগজ সম্পাদকেরা তাহার উপাধি দিয়াছিলেন—'বিবাহ বিশারদ।'

কথায় বলে—'স্বভাব না যায় ম'লে।' সাত বৎসর জেলের ঘানি টানিয়াও শ্রীমান বিবাহ বিশারদটির মতিগতি বদলাইল না।

জেল হইতে বাহির হইয়া এই ক্রুর সাপটি পুনরায় ফণা বিস্তার করিল। মাধবীর মা ঠাকুরমা ভাই বোন সকলকে দংশন করিয়াও তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইল না। সে বাহির হইল—অলকার সন্ধানে।

যে সর্পদৃষ্টি—যে ক্রুর অট্টহাসি মাধবী এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছিল, দীর্ঘ সাত বৎসর পরে এক গাঢ় অন্ধকার রজনীতে অকস্মাৎ দ্বারদেশে ফুলশয্যার রাত্রির সেই দৃষ্টি সেই হাসির বিভীষিকা দেখিয়া মাধবী পুনরায় জ্ঞান হারাইল।

সন্ন্যাসীবেশী এই সয়তানের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মাধবী মরিয়া হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার একার এত শক্তি কোথায়? সে না পারিল নিজেকে ঐ ধূর্ত্ত পিশাচের ঘৃন্য কবল হইতে মুক্ত করিতে—না পারিল আর একটি প্রবাসী বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণ কুমারীকে রক্ষা করিতে। বিবাহ বিশারদের ছলনায় ভুলিয়া কন্যার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলে মিলিয়া মাধবীকেই বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল।

পথের ধুলায় মাধবী পড়িয়া রহিল অজ্ঞান অবস্থায় আর প্রাচীরের অপর দিকে বিবাহ বাসরে প্রবঞ্চক বিবাহ বিশারদ একটি সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়া গেল—সগর্ব্বে।

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক মনোভাবাপন্ন তরুণ ধনী যুবক। সে মাধবীর চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া মাধবীকে ভালবাসিয়াছিল। তাহার মুখে মাধবীর গান—মাধবীকে কাছে পাইলে তাহার কাব্য উথলিয়া ওঠে। মাধবীকে কাছে না পাইলে তাহার জীবন মরুভূমি হইয়া যায়।

মাধবীর কোন পুরাতন ইতিহাস সে শুনিতে চায় না। সে সমাজকে গ্রাহ্য করে না। সমাজের গোড়ামীকে সে থোড়াই কেয়ার করে। সে চায় শুধু মাধবীকে পত্নী রূপে পাইতে।

চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল—অরুণ মাধবীকে বিবাহ করিবে। মাধবী যদিও এই বিবাহে সাধ্য-মত বাধা দিবার চেষ্টা করিল—তবু শুভাকাঙ্খীদের ও অরুণের আকুল আগ্রহে—তাহার সে বাধা ভাসিয়া চলিয়া গেল। সকলে জানিল অরুণ মাধবীকে বিবাহ করিতেছে।

কিন্তু যেমনি মথুরা মোহনের চক্রান্তে প্রকাশ হইয়া গেল মাধবী পূর্ব্ব-বিবাহিতা—অমনি অরুণের অথৈ প্রেম কর্পূরের মত নিঃশেষ হইয়া গেল। হঠাৎ সে নিদারুণ মাতৃভক্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহারই নির্দ্দেশিত একটি কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য দেশে চলিয়া গেল।

আর মাধবীর জন্য প্রেমের পরিবর্ত্তে রাখিয়া গেল—অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ঠাট্টা বিদ্রূপের বোঝা। যাহারা একদিন নার্স মাধবীর অপরিমেয় সেবা যত্নের নিকট ঋণী ছিল—তাহারা সেদিন সে ঋণ শোধ করিল মাধবীকে অপমান করিয়া। সে দেশের বিচারেও প্রতিপন্ন হইল—মাধবী দেবী-বেশে তাহাদের এতকাল ঠকাইয়াছে।

ডাক্তার—বৃদ্ধ—সন্তানহারা—বিপত্নীক। নিজের কন্যার মত তিনি ভালবাসিতেন মাধবীকে। তিনি জানিতেন—এই দৃঢ় চরিত্র চাপা মেয়েটি সর্ব্বদাই তাহার কোন করুণ ইতিহাস লুকাইয়া রাখিয়াছে।

সেই জন্যই হয়তো তাঁহার অত্যধিক স্নেহ ছিল—এই মেয়েটির উপর।

করুণা, উষা এমনি আরো কয়েকটি মাধবীর মত সর্ব্বহারা সমাজচ্যুতা মেয়েদের দেশ হইতে আনিয়া তিনি এই হাসপাতালে নার্সের কাজে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস—রোগীদের সেবার কাজ এই সর্ব্বহারা মেয়েগুলি প্রাণের দরদ দিয়া করিতে পারিবে।

করুণা ছিল বালবিধবা। যে লোকটির প্ররোচনায় সে একদিন ভুল করিয়াছিল—সেই একদিন তাহাকে পথে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িল।

আর উষা—বেকার স্বামী ও শিশু পুত্রের মুখ চাহিয়া চাকুরী করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যখন দেখিল—চরিত্র ও চাকুরী একত্র ঠিক রাখা যায় না—তখনও স্বামী পুত্রের মুখ

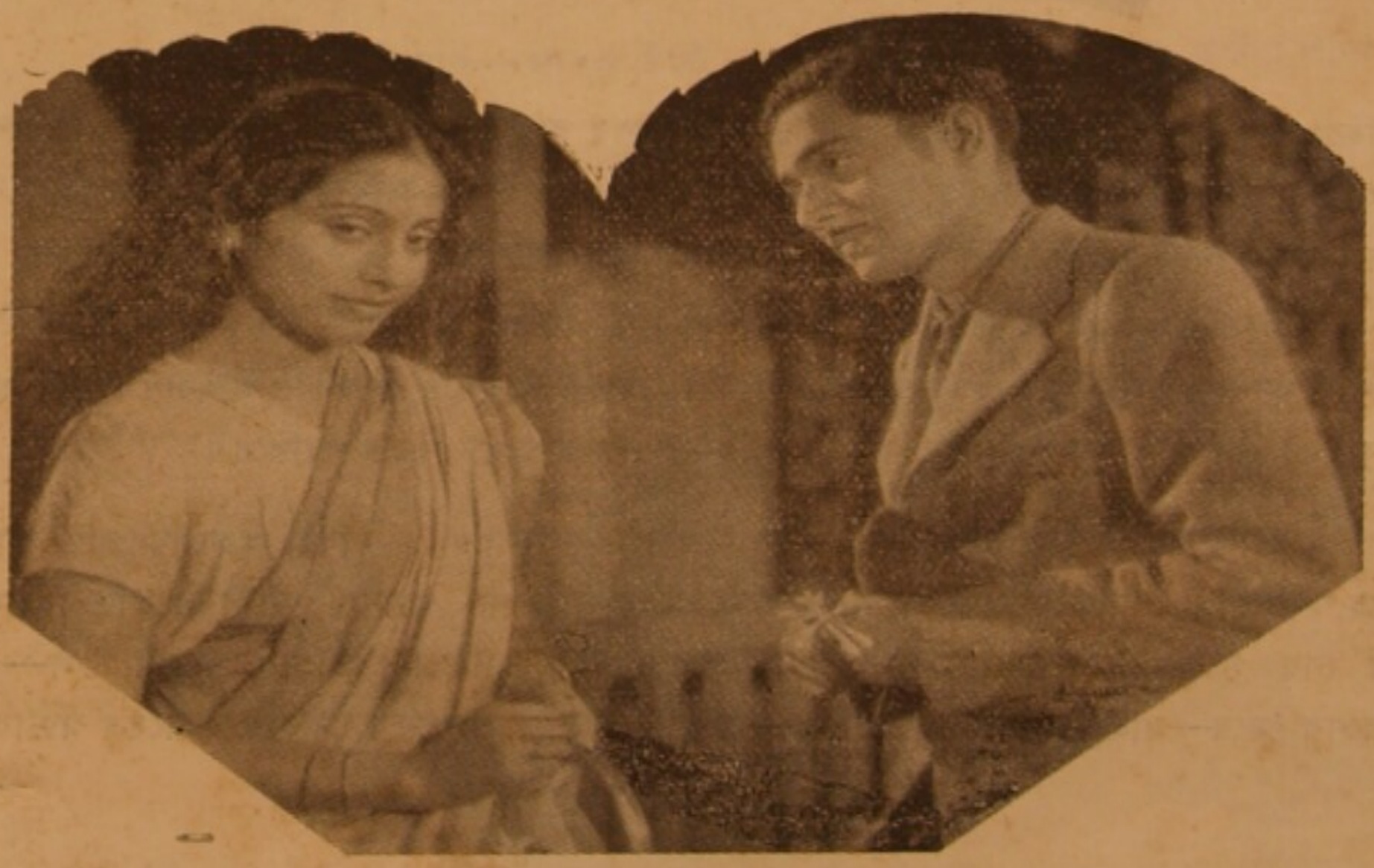

চাহিয়া চাকুরীটাই বজায় রাখিতে গিয়াছিল, তারপর অকৃতজ্ঞ স্বামী যেদিন চাকুরী পাইল—ঊষাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিল। সে সত্ত্বেও ঊষার স্বামীর উপর ক্ষোভ ছিল না। সে নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিত।

নার্সরা জানিত অরুণ মাধবীকে ভালবাসে। অরুণ সুপুরুষ—অরুণ তাহাদের সখীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। তাই তাহাদের চেষ্টা ছিল—যাহাতে অরুণ ও মাধবীর বিবাহ হয়। তবু তো এতগুলি হতভাগিনীদের মধ্যে একটা মেয়েও সুখী হইতে পারিবে।

ডাক্তারেরও ইচ্ছা—অরুণের সঙ্গে মাধবীর বিবাহ হয়। মাধবী অরুণের প্রতি আকৃষ্ট নহে জানিয়াও ডাক্তার ভাবিতেন মাধবীর মাঝে এমন একটি কমনীয় নারী প্রকৃতি বিদ্যমান যে চায় গৃহের স্নিগ্ধ আবেষ্টনী—স্বামী পুত্র লইয়া শান্তি। তাঁহার ধারণা ছিল—এই ধরণের মেয়ে—যাহাকেই বিবাহ করিবে—তাহাকেই ভালবাসিবে। ইহাই ইহাদের স্বভাব।

কিন্তু যেদিন মথুরামোহনের চক্রান্তে মাধবীর পূর্ণ ইতিহাস বাহির হইয়া পড়িল—অরুণ সরিয়া গেল—তাঁহার কন্যাসমা মাধবীকে সকলের নিকট হেয় করিয়া, সেদিন ডাক্তার কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন—বুঝিলেন, চারিদিকে জনসাধারণ, এমন কি রোগীরা পর্য্যন্ত যে ঘৃণ্য আক্রমণ বিদ্রূপ সুরু করিয়াছে, তাহাতে মাধবীর সেখানে থাকা অসম্ভব। অথচ হতভাগী যাইবে কোথায় ?

বিবাহ বিশারদের জঘন্য চক্রের পেষণে পরাভূত মাধবীর মন ও দেহের স্নায়ুগুলি ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মুর্চ্ছা যাওয়াটা একটা রোগে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহার উপর আবার অরুণের কীর্ত্তির প্রতিক্রিয়ার চাপ মাধবীর স্নায়ুমণ্ডলী আর বহন করিতে পারিল না। সব দেহ ও বোধ-শক্তি যেন অসাড় হইয়া গেল।

ডাক্তার ভীত হইয়া পড়িলেন যে, এই ভাব যদি অধিককাল বজায় থাকে—যদি মাধবীর মন অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত না হয়—তবে অচিরেই এই অত্যন্ত চাপা মেয়েটির সমস্ত শিরা উপশিরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। এমন কি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া ডাক্তার ছুটিলেন জ্যোতিষের কাছে।

পাগ্‌লাটে মাতাল জ্যোতিষ—মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। খনি অঞ্চলে তাহার একাধিপত্য। কাজের সময়ে সে নিরলস কঠোর কর্ম্মী ইঞ্জিনিয়ার। কাজের অবসরে সে দিলদরিয়া মাতাল। পিয়ানো—মদ আর কাব্য—এই তাহার বিলাস।

উদ্ভট তাহার স্বভাব—আরও উদ্ভট তাহার বাংলোখানি। মত্ত হস্তীর শক্তি-প্রাচুর্য্য যেন তাহার দেহ মনে। সর্ব্বসংস্কার মুক্ত সর্ব্বশক্তির আকার নেশা-খোর পাগলা ভোলার সঙ্গেই তাহার তুলনা চলে।

কেন জানিনা—জগতে এত নারী থাকিতেও একমাত্র মাধবীকেই সে ভয়

করিত—শ্রদ্ধা করিত এবং মনে মনে অত্যন্ত ভালবাসিত। হয়ত বা মনে মনে ভালবাসিত বলিয়াই এই ভয় করার মধ্যে ছিল—তাহার গোপন মনের কোনো একটা আনন্দ।

মাধবীই একমাত্র নারী যাহাকে দেখিলে মাতাল জ্যোতিষের মাতলামির ঘোর কাটিয়া যাইত। মদের গ্লাস ছুড়িয়া ফেলিয়া সে ভাল ছেলে সাজিবার চেষ্টা করিত।

মাধবীকে জ্যোতিষ ভালবাসিত। ভালবাসিত বলিয়াই যেন তাহার মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত—মাধবীকে পাইবার আগ্রহ বুঝি থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনের গোপন দুয়ারে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে।

কিন্তু জ্যোতিষের মতে দুই জাতের পুরুষ আছে। একদল বিবাহ করে—অন্যদল চিরকুমার থাকিয়া বিবাহিতদের মজা দেখে।

হয়ত বা তাহার অবচেতন মনে এমন কোন ধারণা ছিল যে তাহাকে ধমকাইত—মদ্যপ, দায়িত্ব জ্ঞানহীন লক্ষ্মীছাড়া লোকগুলির বিবাহ করিবার কোন অধিকার নাই।

তাই, যে মুহূর্ত্তে সে টের পাইল—তাহার মাসতুত ভ্রাতা অরুণ মাধবীর প্রতি আকৃষ্ট অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাকে উস্কাইতে সুরু করিল—। "Brother—একটা ভাল কাজ কর। মাধবীকে বিয়ে করে ফেল। তুই ভালছেলে—মাধবীকে বিয়ে করবার অতি উপযুক্ত পাত্র।"

ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে এই আশঙ্কাও জাগিয়া উঠিল—হয়ত বা মাধবী অন্তরে অন্তরে তাহাকেই ভালবাসে। তবে ভরসা এই যে—মাধবীর যে চরিত্র, সে চরিত্রের মেয়েরা অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অন্তরেই চাপিয়া রাখে। কোনো কারণেই কাহারও নিকট ধরা দেয় না। ধরা পড়িলেও না। আত্মনিগ্রহ করিতেই ইহারা ভালবাসে। বিবাহ করিবার ইচ্ছা ইহাদের জাগে না। ইহাদের ছলে বলে কৌশলে বিবাহ দেওয়াইয়া দিতে হয়।

কাজেই অরুণের সঙ্গে মাধবীর বিবাহ দিতে হইবে।

উদ্ভট জ্যোতিষের উর্ব্বর মস্তিষ্কের প্যাঁচে পড়িয়া মাধবী বলিবার কোন সুযোগই পাইল না—সে বিবাহিতা। সে কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না।

মাধবী বলিতে পারিল না—সে অরুণকে ভাল বাসে না। বিবাহ সে করিবে না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া মাধবী পুনরায় পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু প্রখর দৃষ্টি জ্যোতিষের হাত এড়াইতে পারিল না। মনে হইল উদ্ভট জ্যোতিষের ইচ্ছার নিকট আত্মদান কয়া ছাড়া তাহার বুঝি আর কোন উপায় নাই।

কিন্তু কি উপায় করিয়া দিল মথুরা মোহন। তাহার বিষদন্তে দংশিত অরুণ জ্যোতিষের বাধা অবজ্ঞা করিয়া মিথ্যা ওজুহাতে সরিয়া পড়িল। সারাদেশ ছুটিয়া আসিল মাধবীকে টিট্‌কারী করিতে—অসহায়া মেয়েটাকে লইয়া তামাসা করিতে।

জ্যোতিষ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না সে কি করিয়া এই নারীটিকে পৃথিবীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

ইহার উপর আবার ডাক্তার আসিয়া জানাইল—মাধবীর দৈহিক ও মানসিক শোচনীয় অবস্থার কথা। জ্যোতিষ নিজেও দেখিতে পাইল—মাধবীর দেহ ক্রমশঃই নিশ্চল অসাড় হইয়া আসিতেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে সে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে পারে। অথচ জ্যোতিষ ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না।

কাপুরুষ সমাজ—কাপুরুষ দেশ—কাপুরুষ জাত—সহায়হীন দুর্ব্বল নারীর উপর জুলুম করা যাহাদের স্বভাব—তাহাদের জন্য চাই চাবুক।

চাবুক চালাইতে গিয়া জ্যোতিষ এই প্রথম উপলব্ধি করিল—সেও তো কাপুরুষ। দায়িত্বগ্রহণে সে ভীত। বিবাহ করিলে পাছে দায় ও ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে চাপে—তাহার চিরকুমার থাকার আনন্দ নষ্ট হইয়া যায়—এই ভয়েই সে বিবাহ করিতে নারাজ।

সেই তো একমাত্র পুরুষ—যে সত্যই দেশ, সমাজ ধর্ম্ম কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। একমাত্র তাহারই শক্তি আছে মাধবীকে রক্ষা করিতে—মাধবীকে বিবাহ করিতে।

কিন্তু.....?

কিন্তু আত্মনিগ্রহ-প্রিয় মাধবী—এত গোলযোগের পর কখনও কিছুতেই কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজী হইবে না। তাহাকেও না।

উপায় ?—তাহারই দৃষ্টির সম্মুখে—তাহারই শ্রদ্ধেয়—তাহারই প্রিয় মাধবী অবধারিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ক্ষোভে উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া—আক্ষেপে—আক্রোশে জ্যোতিষ ক্ষত বিক্ষত মত্ত হস্তীর মত গর্জ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

জ্যোতি বুঝিবা পাগল হইয়া গেল !.....

সঙ্গীতাংশ

এক

ওরে বটবৃক্ষরে শুনিতে কি পাও ?
তেপান্তরের মাঠে তুমি থাকো
কত পথের দিশা তুমি রাখো
আমি দুয়োরাণী—তোরার দোসর জানি।
জানো যদি যমের বাড়ী
আমায় ব'লে দাও
মরণ-পুরীর পথ দেখাইয়া
আমারে বাঁচাও।

অজয় ভট্টাচার্য্য

অজয় ভট্টাচার্য্য

দুই

ওরে, হংসরে পক্ষীরে—শুনিতে কি পাও
উড়িয়া যাওরে তুমি মান—সরোবরে
রূপালী পালকে তোমার
সোনার আলোক ঝরে
আমি দুয়োরাণী—তোমার দোসর জানি।

অজয় ভট্টাচার্য্য

তিন

সাজো সাজোরে কানু
মালতী মালায়,
নাচো নাচো রে কানু
তমাল তলায়।
দিও দিও রে বেণু
ও রাঙ্গা অধরে'
সেই বেণু শুনিয়া গোধন
গোঠে যেন চরে'—
নীলা নীলারে নদী
উজান যেন ধায়।

অজয় ভট্টাচার্য্য

চার

মাধবী হঠাৎ কোথা হ'তে
এলো ফাল্গুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই ব'লে "যাই যাই যাই।"
পাতারা ঘিরে' দলে দলে
তারে' কানে কানে বলে
"না—না—না"
নাচে তাই তাই তাই।—
আকাশের তারা বলে তারে'
"তুমি এস গগণ পারে'
তোমায় চাই চাই চাই!"
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে' কানে কানে বলে—
"না—না—না"
নাচে তাই তাই তাই।

বাতাস দখিন হ'তে আসে
ফেরে তা'রি পাশে পাশে
বলে, আয় আয় আয়!"
বলে নীল অতলের কূলে
সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যায় যায় যায়!"
বলে "পূর্ণশশির রাতি
ক্রমে মলিন হ'ল ভাতি
সময় নাই নাই নাই।
পাতারা ঘিরে' দলে দলে
তারে' কানে কানে বলে
"না—না—না"
নাচে তাই তাই তাই।

——

পাঁচ

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে
আঁচলখানি দোলে।
ওরি গানের তালে তালে
আমে জামে শিরীষ শালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায়
আকুল কল্লোলে।
আমার দুই আঁখি ঐ সুরে
যায় হারিয়ে সজল ধারায়
ঐ ছায়াময় দূরে'।
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন সাথী মোর যায় যে ডেকে
একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যাথার তুফান তোলে।

ছয়

হে ক্ষণিকের অতিথি
এলে প্রভাতে কারে' চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া
কোন অমরার বিরহিনীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে'
এলে নাহিয়া ॥
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো।
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছো পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া।

সাত

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধু মঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন :—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা মাল্যের বন্ধন।
এনেছি বসন্তের
অঞ্জলী গন্ধের
পলাশের কুঙ্কুম, চাঁদিনীর চন্দন
পারুলের' হিল্লোল,
শিরীষের হিন্দোল,
মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কন।
উল্লাস উতরোল
বেণুবন কল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।
তব আঁখি পল্লবে
দিও আঁকি বল্লভে
গগনের নব-নীল স্বপনের অঞ্জন।

আট

ভাঙ্গি গিরি কান্তার
লুটিয়াছি ভাণ্ডার।
পাতালের বক্ষে যে
যক্ষের সম্পদ
লুণ্ঠন করেছি রে'
দ্বারে তার হানি পদ।
কত জোর পঞ্জায়
লুটি যাহা মন চায়
দুর্জ্জয় প্রাণ যায়
এ ধরায় মান তার
ভাঙ্গি গিরি কান্তার'
লুটিয়াছি ভাণ্ডার।

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

11-4-42

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

প্রাইমা ফিল্মস্
- - কর্ত্তৃক - -
এই প্রোগ্রাম-
পুস্তিকাখানির
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

PRINTED AT THE E. T. F. & O. P. W. LTD.,
18, BRINDABUN BYSACK STREET, CALCUTTA.